"শ্রম, সময় ও খরচ সাশ্রয়ে
আধুনিক কৃষি সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে ধান চাষ করুন"

এ ডব্লিউ ডি (AWD)

ধান উৎপাদনে সেচের পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি

এ ডব্লিউ ডি পরিচিতি

এডব্লিউডি পদ্ধতি হলো জমি পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানোর মাধ্যমে ধানক্ষেতে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রিত সেচ দেয়া। এ পদ্ধতিতে সেচ দিয়ে ধানক্ষেতে ২৮% পানি সাশ্রয় করা সম্ভব।

এডব্লিউডির মাধ্যমে পানির স্তর পর্যবেক্ষণ

সেচের পানি সাশ্রয়ী পাইপ পদ্ধতি

ধানক্ষেতে একটি ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিক বা বাঁশের পাইপ মাধ্যমে মাটির ভিতরের পানির স্তর পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনমত সেচ দেয়াই হলো এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

ব্যবহার পদ্ধতি

- ২৫ সেমি লম্বা ও ৭-১০ সেমি ব্যাসের বাঁশ বা প্লাস্টিকের পাইপের উপরের ১০ সেমি বাদ দিয়ে বাকি ১৫ সেমি পাইপে ৫ সেমি পর পর ৩ সুতি ব্যাসের ড্রিল বিট দিয়ে ছিদ্র করতে হবে।
- এক একর পরিমাণ একটি সমতল ধানক্ষেতে ২-৩টি পাইপ বসাতে হবে।
- পাইপটি এমনভাবে ধানক্ষেতে বসাতে হবে যেন এটির ছিদ্রহীন ১০ সেমি মাটির উপরে থাকে এবং ছিদ্রযুক্ত ১৫ সেমি মাটির নিচে থাকে, যাতে করে মাটির ভিতরে পানি ছিদ্র দিয়ে পাইপে সহজে প্রবেশ করতে বা পাইপ থেকে বেড়িয়ে যেতে পারে।
- চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর্যন্ত জমিতে ২-৪ সেমি দাঁড়ানো পানি ধরে রাখতে হবে। এরপর সাশ্রয়ী পাইপ-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।
- এ পদ্ধতিতে প্রতিবার সেচের সময় এমন পরিমাণ পানি দিতে হবে যাতে জমির ৫ সেমি গভীরতায় পানি থেকে। অতপর পানির স্তর কমতে কমতে পানির গভীরতা যখন পাইপের ভিতর ১৫ সেমি নেমে যাবে অর্থাৎ পাইপের তলার মাটি দেখা যাবে তখন আবার সেচ দিতে হবে। এ অবস্থায় আসতে মাটিভেদে ৫-৮ দিন সময় লাগে। এভাবে ফুল আসা পর্যন্ত সেচ দিয়ে যেতে হবে।
- ফুল আসার পর ২ সপ্তাহ পর্যন্ত জমিতে সব সময় ২-৪ সেমি পানি ধরে রাখতে হবে।
- অতপর ধান কাটার ২ সপ্তাহ আগে সেচ বন্ধ করে দিতে হবে।

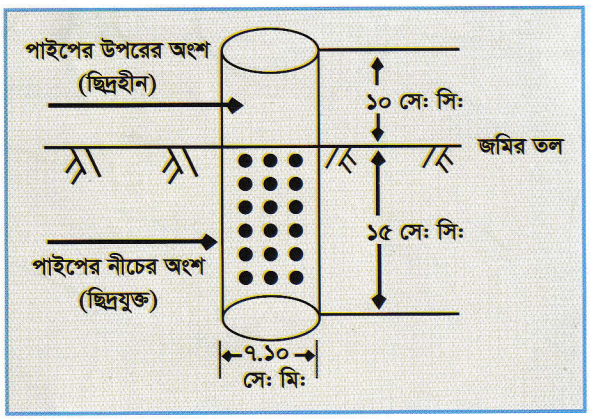

পর্যবেক্ষণ পাইপ

সাশ্রয়ী পাইপ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা

এ পদ্ধতিতে ফলনের কোন তারতম্য হয় না, উপরন্তু পানি ও জ্বালানী (বিদ্যুৎ,ডিজেল ইত্যাদি) সাশ্রয় হয় অর্থাৎ কম খরচে বেশি লাভ। সর্বোপরি এটি একটি পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রচারে: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর অঞ্চল, যশোর।